শিখন ঘাটতিতে প্রাথমিকের ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী

চৌধুরী ভাস্কর হোম, মৌলভীবাজার
২৮ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ১৫ দিনব্যাপী শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি নিরূপণের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত এই কর্মসূচিতে দেখা গেছে, বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

গত ১ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলা এই কার্যক্রমে শিক্ষকরা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের রিডিং, লেখা ও গণনার দক্ষতা যাচাই করেন এবং তা ফর্মে লিপিবদ্ধ করেন।

শ্রীমঙ্গল সিন্দুরখান ইউনিয়নের ছিমাইলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঝুমি রানী সরকার জানান, এর মাধ্যমে মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনায় বেইজলাইন টুলসের মাধ্যমে ৩য় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ের ওপর শিখন অবস্থান, শিখন ঘাটতি যাচাই করা হয়। তিনি বলেন, আর আগে আমরা ভালো ও দুর্বল শিক্ষার্থী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখলেও এভাবে একজন একজন করে কার মান কত তা নির্ণয় করিনি। এখন এই শিখন ঘাটতি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা লিখে রাখতে পারছি। এই মূল্যায়ন পত্র অনুযায়ী তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা যাবে। তিনি বলেন, আমরা তো তাদের যত্ন নেবই তার ওপর বিষয়টি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও অবগত করতে পারব।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইমা আক্তার জানান, তার শিক্ষকরা ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রথমে লিখিত পরে মৌখিকভাবে পরীক্ষা নিয়েছেন। এটি করতে তাদের ভালোই লেগেছে। তবে যে বিষয়টি পারেনি সে বিষয়টি বাড়িতে গিয়ে পড়া শুরু করেছি।

একই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লাভলী রানী দে জানান, বিশেষ এ মূল্যায়নে দেখা গেছে প্রায় ৩০ ভাগ শিক্ষার্থীর কেউ সঠিকভাবে পড়তে পারে না, কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, কেউ সঠিক মাত্রায় লিখতে পারে না। যা রেকর্ড ফরমে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

শ্রীমঙ্গল যোগেন্দ্র মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমা বেগম জানান, আমাদের বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। প্রায় ২৫ ভাগ শিক্ষার্থীর মধ্যে দুর্বলতা পাওয়া গেছে। তিনি বলেন আমাদের এই কার্যক্রম ইতোমধ্যে পরিদর্শন করেছেন জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উঠে এসেছে শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ শিক্ষার্থী লিখতে ও সঠিকভাবে পড়তে পারে, বাকি ৩০-৩৫ ভাগ শিক্ষার্থীর মধ্যে স্তরে স্তরে শিখন ঘাটতি রয়েছে। এ সকল শিক্ষার্থীর অনেকেই সঠিকভাবে লিখতে পারে না। তাদের এই ঘাটতি দূরীকরণে ৪ মাস কাজ করা হবে এবং আগামী নভেম্বরে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হবে তারা উত্তীর্ণ হতে পারলো কিনা।

মৌলভীবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফিউল আলম জানান, প্রতিদিন আমি কোনো না কোনো বিদ্যালয় ভিজিট করেছি।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন) কামরুল হাসান বলেন, দেশব্যাপী পহেলা জুলাই হতে ১৬ জুলাই পর্যন্ত অ্যাসেসমেন্ট টুলস ব্যবহার করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেউ সঠিকভাবে পড়তে পারে না উচ্চারণ করতে পারে না কেউ সঠিক মাত্রা ব্যবহার করে লিখতে পারে না, তাদের খুঁজে বের করে এই বেজলাইন টুলসের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে। এর জন্য দুর্বল স্টুডেন্টরা সময় পাবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। পহেলা নভেম্বর থেকে ৩০ নিভেম্বর পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত যাচাই করা হবে।